সমকাল

তারিখ 14 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

১৫ কলেজের জাতীয়করণ আটকে গেছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

সময়মতো অর্থছাড় না হওয়ায় আটকে গেছে ১৫টি বেসরকারি কলেজের জাতীয়করণ। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত এসব কলেজের জাতীয়করণ আটকে যাওয়ায় নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। না সরকারি, না বেসরকারি– এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে বেতন-ভাতা নিয়ে ফাঁপরে পড়েছেন শিক্ষকরা। বিঘ্নিত হচ্ছে কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমও।

জানা গেছে, গড় কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কলেজ সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার ঘোষণার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এসব কলেজ পরিদর্শন করে জমির পরিমাণ, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ভৌত অবকাঠামোসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই শেষ করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ খাতে অর্থছাড় না করায় এই ১৫টি কলেজ সরকারি হতে পারেনি।

অর্থ ছাড়ে বিলম্ব

জানা গেছে, অর্থ মন্ত্রণালয় এক বছর আগে অর্থছাড়ের অপেক্ষায় থাকা এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নীতিমালা, ২০১৪'-এর আলোকে অর্থছাড়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে কয়েকটি কলেজ কর্তৃপক্ষ গত বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বরাবর 'জাতীয়করণ নীতিমালা, ২০০০'-এর আলোকে তাদের কলেজগুলো জাতীয়করণের আবেদন করে। গত ২৫ আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয় ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জাতীয়করণ নীতিমালা, ২০০০'-এর আলোকে অর্থছাড়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অর্থছাড়ের অপেক্ষায় থাকা অন্য কলেজগুলোর ক্ষেত্রেও জাতীয়করণ বিধিমালা, ২০০০-এর আলোকে অর্থছাড়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও অর্থছাড় না পাওয়ায় কলেজগুলো বিপাকে পড়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, জাতীয়করণের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে অর্থছাড়ের অপেক্ষায় থাকা কলেজগুলো হলো : গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুরের মুকসুদপুর কলেজ, ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গার কাজী মাহবুব উল্লাহ কলেজ, মাদারীপুরের রাজৈর ডিগ্রি কলেজ, খুলনার কয়রা মহিলা কলেজ, বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার শহীদ এম মনসুর আলী ডিগ্রি কলেজ, ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজ, নাটোর গুরুদাসপুরের বিলচলন শহীদ শামসুজ্জোহা কলেজ, বরগুনার আমতলী ডিগ্রি কলেজ, ঢাকার পল্লবীতে বঙ্গবন্ধু কলেজ, পটুয়াখালীর বাউফল ডিগ্রি কলেজ, কক্সবাজারের উখিয়ার বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জের ইটনার রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ কলেজ, গাজীপুরের কালিয়াকৈরের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কলেজ, নেত্রকোনা দুর্গাপুরের সুসং মহাবিদ্যালয় এবং একই জেলার মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ।

এসব কলেজের শিক্ষকরা সমকালকে জানান, জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে সরকারের নির্দেশে তাদের কলেজগুলোতে সব ধরনের নিয়োগ-পদোন্নতি বন্ধ আছে। এতে কলেজগুলোতে শূন্য পদে নিয়োগ দিতে না পারায় মারাত্মকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। মাউশি জানিয়েছে, ২০১৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তাদের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

১৫ কলেজের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরিদর্শন টিম সব কলেজ পরিদর্শন করেছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ক্রমান্বয়ে কলেজগুলো তাদের স্থাবর-অস্থাবর জায়গা-জমি সরকারের কাছে দানপত্র দলিল করে দেয়। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পরিদর্শকরা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যাদি প্রেরণের জন্য চারটি ছক প্রস্তুত করে ২০১৪ সলের ২১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠান। মন্ত্রণালয় কলেজগুলোর সরকারীকরণের ব্যয় নিরূপণ এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করে যথাসময়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের চাহিদামতো ১৫টি কলেজের তথ্য পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে।

কলেজগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ থাকায় বেশ কয়েকটি কলেজে সাতজনের বেশি প্রভাষকের পদ শূন্য হয়েছে। দুপচাঁচিয়ার শহীদ এম মনসুর আলী ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষের পদটি শূন্য হয়েছে, শুধু আমতলী ডিগ্রি কলেজেই উপাধ্যক্ষসহ ১৭টি প্রভাষকের পদ শূন্য হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির একাধিক পদ শূন্য হয়েছে। কলেজগুলো থেকে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলো তাড়াতাড়ি সরকারি ঘোষণা করা না হলে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়বে; প্রশাসনিক কাজকর্মেও চরম জটিলতা দেখা দেবে। এদিকে, জাতীয়করণের ধীর প্রক্রিয়ার জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে দুষছেন শিক্ষকদের কেউ কেউ। তারা বলেন, আড়াই বছর আগে জাতীয়করণের জন্য পরিদর্শন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও সরকারি ঘোষণা না করা হলে সরকারি হতে যাওয়া শতাধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক ধরনের জট তৈরি হবে।